বহু সত্তার অধিকারী কিশোর

কিশোরকুমার কি শুধুমাত্র একজন সফল গায়ক ? একটিমাত্র পরিচয়ের গণ্ডীতে কিশোরকে বেঁধে রাখা যায় ? একই মানুষের মধ্যে বহু সত্তা বিদ্যমান ছিল। এখানে তারই আলোচনা। কোন-কোন গুণে কিশোর ছিলেন বিশিষ্ট এবং অদ্বিতীয়, কোথায় ছিল তাঁর নিজস্বতা সে প্রসঙ্গও এখানে আলোচিত।

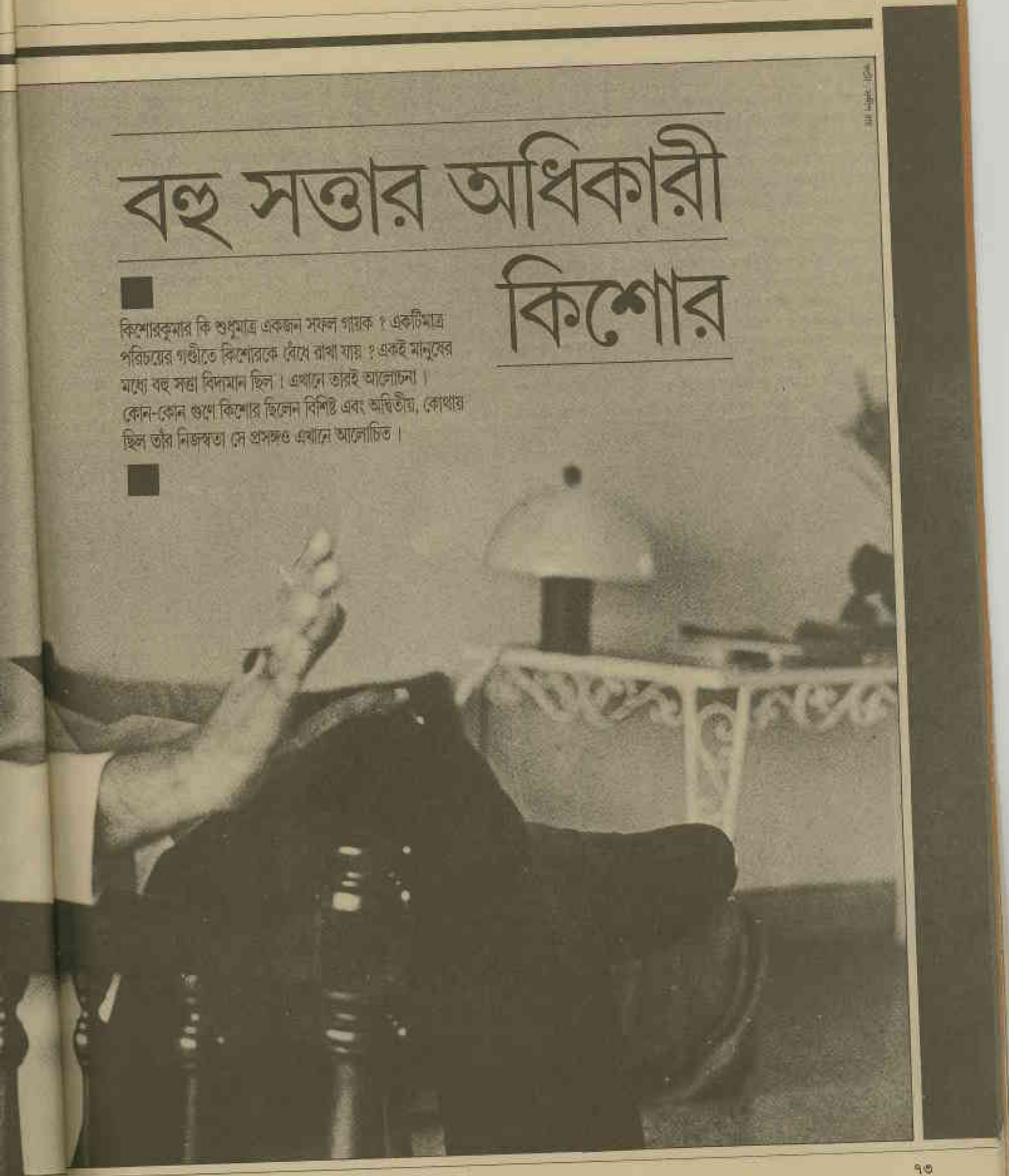

তেরো অক্টোবর সূর্য ডোববার মুহূর্তে গোটা বোম্বাই শহর চোখে জল নিয়ে বসেছিল দূরদর্শনের পর্দার সামনে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া, খেলাধুলো বন্ধ রেখেছিল, রান্না ঘরে রান্নাবান্না অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিল বাড়ির বৌয়েরা। ওরা তখন ব্যস্ত ছিল টেলিভিশনে কিশোরকুমারের 'আরোহী' অনুষ্ঠান আর কল্যাণজি-আনন্দজির পরিচালনায় আধঘণ্টার 'ফুল খিলে হ্যায় গুলশন গুলশন' অনুষ্ঠান দেখতে। এতক্ষণে চারপাশে চাউর হয়ে গিয়েছে যে কিশোর নেই। এই খবরে সাধারণ মানুষ যেন পাথর, কারণ সেই মুহূর্তে প্রত্যেকেই দেখছে জীবনীশক্তিতে ভরপুর কিশোরকে। কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না ঠিক তখন প্রাণহীন কিশোরকুমার শুয়ে রয়েছে তাঁরই বাড়িতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। ঘোষণা করা হল ১৪ অক্টোবর হবে শোক দিবস, সেদিন কোনও কাজ হবে না।

কিশোরকুমার কেবলমাত্র একজন নেপথ্য গায়কই ছিল না, প্রযোজক, পরিচালক, সম্পাদক, ক্যামেরাম্যান, লেখক—কী ছিল না ? ও সব সময় এত তাড়ায় থাকতো, এত বেশি কাজ একসঙ্গে করত, যে মনে হত, কেবলমাত্র দুটো নয় ওর বুঝি বহু সত্তা রয়েছে একসঙ্গে। নন্দী জুগল নামের এক ভদ্রলোক ১১-১২ বছর কিশোরকুমারের সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এরা দুজন একসঙ্গে ভ্রমণ করেছে। নন্দী একজন ইমপ্রেসারিও, একটা সময়ে বিদেশে কিশোরের অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। নন্দীর কথায়, 'অনেকেই জানে কিশোর ক্ষ্যাপাটে গোছের, কিন্তু ও আমাকে কখনও ডোবায়নি, যতবার বিদেশে গিয়েছি ওকে নিয়ে। আসলে, ও আমার থেকেও নার্ভাস থাকত, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছনোর জন্যে বেশ কয়েক ঘন্টা আগে থেকেই তৈরি থাকত।

'এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার সময় কোনও বন্ধুর অনুরোধে ও কখনও একটাও গান গাইত না, কিন্তু যদি কেউ কখনও সায়গলের কোনও গান গুনগুন করে গাইত লাফ দিয়ে উঠে কিশোর বলত, ঠিক এইভাবে ও গাইত না, বলেই ও গানটা গাইতে শুরু করে দিত। কিন্তু এ-ছাড়া, আর কখনই ও গাইত না।

'কে এল সায়গলের এত বড় ভক্ত ছিল কিশোরকুমার, যে ওর বসবার ঘরে গেলেই দেখা যাবে সায়গলের একটা বড় ছবি, যেটা ও পেয়েছিল নিউ থিয়েটার্স থেকে। শোনা যায়, গান লিখিয়ে ডি এন মাঠোকের বোম্বাইয়ের

'রাম কা ভাই লক্ষণ' ছবির রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে বাপী, প্রযোজক, বিনোদ, কিশোর ও সারিকা

বাড়িতে একবার কিশোরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সায়গলের। কিশোর তখন একেবারেই ছোট, সম্ভবত কলেজের ছাত্র, গিয়েছিল বড় ভাই দাদামণির সঙ্গে। আমার যদি ভুল না হয়, ওই মাত্র একবারই কিশোরের মোলাকাত হয়েছিল তার ম্যাটিনি আইডলের সঙ্গে।

'দাদামণি ওর সঙ্গে সায়গলের যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ ছেলেটিও গান-টান গায়...।

'ও কখনই সায়গলের গুণকীর্তন করতে লজ্জা পেত না। একবার ওর নিজের ট্রুপের কে-একজন সায়গলের গলা নকল করে তামাশা করছিল, কিশোর তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে, সায়গলকে কোনও দিন নকল করবে না। কুন্দনলালের প্রতি ও এতটাই নিবেদিত ছিল।

আমি মনে করি কিশোর ছিল সেরা মনোরঞ্জক। এমনকি ড্যানি কে অথবা ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা শ্রেণীর।

'একটা সাধ অপূর্ণ রেখে কিশোর মারা গেল। ওর ইচ্ছে ছিল সায়গলকে শ্রদ্ধা জানানোর। ও এইচ এম ভি'র সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু দাঁড়ায়নি। পরে সি বি এস-এর সঙ্গেও কথাবার্তা হয়। কিন্তু নিজের ছবি নিয়ে কিশোর এত ব্যস্ত ছিল যে কিছু আর করা হয়ে ওঠেনি।'

পরিপূর্ণ মনোরঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও কিশোর ছিল নিজের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল। এমার্জেন্সির সময় দিল্লির উঁচু সরকারি মহলের সঙ্গে ওর মনোমালিন্যের কথা সবাই জানেন। একইভাবে ট্যাক্স বাকি রাখার দায়ে যখন ওকে দায়ী করা হল, তখন কিশোরের সাহস ছিল জেলে যাওয়ার, কিন্তু কখনই কারও কাছে কোনও অনুরোধ করেনি বা ঘোষণা করেনি যে

> কিশোরের পাগলামি সংক্রান্ত প্রচুর গল্প রয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটা সত্যি সত্যিই দমফাটা হাসির, কিন্তু কিশোর কখনই যে-অর্থে পাগল বলা হয়, তা ছিল না।

রামবাবু, রবীন্দ্র জৈন, কিশোর, আর রেডিও ও জনুনাথা

ও দেউলে হয়ে গেছে।
যদিও অনেক ছোটবেলা থেকেই কিশোর গান গাওয়া শুরু করেছিল, কিন্তু গায়ক বা নায়ক হিসেবে তেমন আমল কেউই দেয়নি।
মাদ্রাজের প্রয়াত এক প্রযোজক এম ভি রমণই ওকে অভিনেতা হওয়ার প্রেরণা জোগায়। বড় ভাই অশোককুমারের প্রতি ওর একটা দুর্বলতা ছিল। ও চেয়েছিল দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে, কারণ কিশোর যখন বোম্বাই আসে তখন ইতিমধ্যেই দাদামণি অভিনেতা-গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
রমণ যখন 'বাহার' নামের ছবিটা তৈরি করছে, ও তখন একটা গানে কিশোরকে এত বেশি শরীর দিয়ে গাইতে দেখল যে, ও ওর পরের ছবি 'লড়কি'তে নায়ক হওয়ার জন্য অনুরোধ করল। এটা ওর জীবন এবং কেরিয়ারে একটা বড় মোড়।
কিন্তু সেই সময়ে মঞ্চে গান গাইবার ব্যাপারে কিশোর বেশ ভয় পেত। কিন্তু 'পড়োশন' করার সময় সুনীল দত্ত আর সায়রা বানুর সঙ্গে ও অভিনয় করতে হয়েছিল ওকে—খিড়কি মে এক চাঁদ কা টুকরা রহাতা হ্যায়—ব্যাঙ্গালোরের লোকেশনে সুনীল দত্তই একদিন বলল, 'স্টেজে গাইছ না কেন', তারপরে ব্যাঙ্গালোরেই একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল।

কিশোর ও আশা এক আসরে

কিশোরের ছোট ছেলে সুমিতের জন্মদিনে

তাঁর বাড়িতে শক্তি সাম

এই ব্যাপার
আর এইভা
কিশোর-না
এর দৌলতে
জমা দিতে
আর ব্যবসা
শো-এর ক
পুরো ব্যাপা
টাকাটাই ও
ওর কেরিয়
রাজেশ খান্ন
'আরাধনা'
নেপথ্য গায়
প্রত্যেকেই
অবশ্যই রা
হয়েছিল।
দুজনের ম
কিন্তু সত্যি
লাগুক বা ন
গলাতেই কি
যেত—দেব
বচ্চন—এর
কিশোর যে
হিরোর সঙ্গে
পারত।
এই সমস্ত ন
সময়েই নেপ
কিশোরকুমা
করুক বা না

তাঁর বাড়িতে শক্তি সামন্ত, লীনা, খৈয়াম, কিশোর, শ্রীমতী খৈয়াম, আর ডি বর্মন, অমিত ও অসীমকুমার

এই ব্যাপারটা কিশোরের আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল, আর এইভাবেই জন্ম নিল ধারাবাহিক 'কিশোর-নাইট'। এটা এত সফল হয়েছিল, যে এর সৌজন্যেই কিশোর ওর সমস্ত বাকি ট্যাক্স জমা দিতে পেরেছিল। কিশোর ছিল বুদ্ধিমান আর ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন। ও এই সব শো-এর কন্ট্র্যাক্ট অন্য কাউকেই দিত না, নিজে পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করত, যাতে পুরো টাকাটাই ওর নিজের হস্তগত হয়।

ওর কেরিয়ারের আর একটা মাইলস্টোন হল, রাজেশ খান্না অভিনীত শক্তি সামন্তের 'আরাধনা' ছবির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয় নেপথ্য গায়ক হিসেবে ও স্বীকৃত হল।

প্রত্যেকেই জানে কিশোরের গাওয়া গান এবং অবশ্যই রাজেশের জন্যই ছবিটা ভীষণ হিট হয়েছিল। এরা দুজনেই দুজনের পরিপূরক। দুজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সব সময়েই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কারও শুনতে ভাল লাগুক বা না লাগুক, প্রায় প্রতিটি নায়কের গলাতেই কিশোরের গান মানিয়ে যেত—দেবআনন্দ, রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন—এর কারণ বি আর চোপরার মতে কিশোর যে কোনও মুড বা ঘটনার মতো হিরোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভঙ্গিও পালটাতে পারত।

এই সমস্ত নায়ক ছাড়াও অন্যান্যরাও সব সময়েই নেপথ্য গায়ক হিসেবে চাইত কিশোরকুমারকে, তা খোলাখুলি কেউ স্বীকার করুক বা না করুক।

প্রত্যেক নেপথ্য গায়িকার সঙ্গেই কিশোর গান গেয়েছে, আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় গান ও গেয়েছে আশা ভোঁসলের সঙ্গে। এরা দুজনে একে অপরের এতটাই পরিপূরক যে দুজনে যখনই কোনও ডুয়েট গাইত, তখন এক হয়ে যেত, আদর্শ নারী-পুরুষ সমন্বয়।

ঘটনাচক্রে, কিশোরের পাগলামি সংক্রান্ত প্রচুর গল্প রয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটা সত্যি সত্যিই দমফাটা হাসির, কিন্তু কিশোর কখনই যে-অর্থে পাগল বলা হয়, তা ছিল না। কিশোর ছিল জীবনীশক্তিতে ভরপুর, আর ও যখন এই ধরনের মুডে থাকত, সদ্য বেড়ে ওঠা শিশুর মতো, নির্দোষ মজা বা রসিকতা করতে কখনই পিছিয়ে পড়ত না। ব্যাপারটা সব সময়েই হত নিছক মজার।

> কিশোর তখন একেবারেই ছোট, সম্ভবত কলেজের ছাত্র, গিয়েছিল বড় ভাই দাদামণির সঙ্গে। আমার যদি ভুল না হয়, ওই মাত্র একবারই কিশোরের মোলাকাত হয়েছিল তার ম্যাটিনি আইডলের সঙ্গে।

আমার কণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছি—দেব আনন্দ

"কিশোর নেই, মনে হচ্ছে আমি বুঝি আমার কণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছি। ওকে বদলানো বা পালটানো যায় না। ওর সঙ্গে ছিল আমার আলাদা সম্পর্ক। আর কারও সঙ্গে সেই রকম সম্পর্কের টান আমি অনুভব করি না। আর সেই কারণেই সম্ভবত ছবিতে আমি যখন ঠোঁট নাড়িয়েছি, তখন আমার মনে হয়েছে আমিই বুঝি গান গাইছি।

"আমাদের মধ্যে তফাৎ ছিলই, ঝগড়াও ছিল। আমি যখন পেছনে ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় নিরীহই না ছিল কত দিনগুলো। আমরা একসঙ্গে যখন রেকর্ড করতে যেতাম, তখন ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেতে পারতাম। 'ওকে' আমার মধ্যে নিয়ে পর্দায় কি আমাকে আবার একই রকম লাগবে?'

কৃষ্ণ

আমার মনে পড়ছে কয়েক মাস আগের একদিন, যেদিন বোম্বাইয়ের সম্মখানন্দ হল-এ কিশোরকুমার স্টেজে অনুষ্ঠান করছিল। অমিতাভ বচ্চন তখন ব্যাক-স্টেজে একা স্টেজে ঢোকার অপেক্ষা করছে যাতে নিজেই দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারে।

কিশোরকুমার অমিতকে স্টেজে ঢোকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অমিত এল না, কিশোরও জানতে পারল ও আসছে না। হয়ত অমিত চাইছিল না কিশোরের সঙ্গে স্টেজ ভাগ করে নিতে। কিশোরও ঘোষণা করে দিল অমিত মঞ্চে না এলে ও আর গাইবে না। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, (আমি ছিলাম প্রত্যক্ষদর্শী) কিশোর মেঝেতে শুয়ে পড়ল, আর অমিত না আসা পর্যন্ত উঠবে না জানিয়ে দিল। এতেও অমিত সাড়া দিল না। ফলে,

স্বাভাবিকভাবে কিশোর দুঃখিত। কিন্তু ওঁর ভেতরের শো-ম্যান আর অসংখ্য শ্রোতার তাগিদে ও উঠে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে নিয়ে নিল, ধীরে ধীরে গানটা শেষ করে স্টেজ থেকে নেমে বাড়ি চলে গেল। অমিতের জনপ্রিয়তার

পেছনে কিশোরের গাওয়া গানের অবদান রয়েছে অনেক। সেই সময় কিশোরের জন্য আমার কষ্ট হয়েছিল খুব। সেই মুহূর্তে মজার

ঘটনা ও হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যেও কিছুটা ব্যথা হয়ত কিশোর অনুভব করেছিল।

কৃষ্ণ